তৃতীয় মাত্রা

পর্ব-৬৫২০

উপস্থাপনাঃ জিল্লুর রহমান

আলোচকঃ আজকের অতিথি ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি ও এফবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা।

তারিখঃ ০৮.০৬.২০২১

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে যে যেখানেই আছেন সবাইকে তৃতীয় মাত্রায় সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় দর্শক ২০২১-২০২২ সালের অর্থবছরের বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন গুলশানের বাসা থেকে ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি ও এফবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ এবং আমাদের সাথে ফুলার রোড থেকে যুক্ত হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। স্বাগত তৃতীয় মাসে আপনাদের দুজনকে। সায়মা হক আপনাকে বেশি করে স্বাগতম প্রথমবারের মতো তৃতীয় মাত্রা যুক্ত হবার জন্য। আবদুল মাতলুব আহমাদ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই। বাজেট সম্পর্কে এসটিজি বাস্তবায়নের নাগরিক প্ল্যাটফর্ম আওতায় ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য উন্নয়ন বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন রাস্তাটা বড় হয়েছে বাংলাদেশের সেই রাস্তার গাড়িতে যাত্রী তুলতে ভুলে গেছেন অর্থমন্ত্রী। পিছিয়ে পড়া মানুষের ওই গাড়ীযাত্রী হতে পারেনি এতদিন ধরে যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে তাতে শুধু রাস্তায় বড় হয়েছে কিন্তু মানুষ তার সুফল পাচ্ছে না। আপনি কি মনে করছেন কেমন হলো আগামী অর্থবছরের বাজেট?

আবদুল মাতলুব আহমাদঃ বাজেট এবার দেওয়া হয়েছে কোভিড নাইনটিনের ভিতরে। বুঝতে হবে এরমধ্যে তো আসলে চারদিকেই সমস্যা তারমধ্যে সবাই বলছে আমাকে দাও আমাকে দাও। সরকার চেষ্টা করেছে যে বেশির ভাগ মানুষকে স্যাটিস্ফাইড করে বাজেট আগানোর জন্য। এখন বাজেটের দিকে তাকালে অনেকেই এটা নেগেটিভ বলতে পারো অনেকে এটা পজিটিভ বলতে পারেন। কিন্তু এবারের বাজেট যদি আমরা দেখি তাহলে একটা স্পেশালিটি হচ্ছে এই বাজেটটা

বড় বড় কোম্পানির দিকে তাকিয়েছে বেকারদের দিকে তাকিয়েছে এবং উইমেন এন্টারপ্রেনারস দিকে তাকিয়েছে। এমনকি প্রান্তিক ব্যবসায়ী যারা আছে তাদের দিকে তাকিয়েছে। করোনাকে ফাইট করার জন্য টাকা বরাদ্দ সেটাও আছে হেলত সেক্টরকে ফাইট করার জন্য সেটাও আছে। সবচেয়ে বেশি তাকানো হয়েছে জীবন এবং জীবিকাকে নিয়ে আমরা যেন ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প করতে পারি। সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা যে দেশকে গড়ে তুলতে পারি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেদিকে খেয়াল করা হয়েছে। বাজেট রিএকশন যদি আপনি দেখেন তাহলে অলমোস্ট এভরি বডি অ্যাপ্রিশিয়েট দা বাজেট। এবং এই বাড়ি কিন্তু সরকার চিন্তাভাবনা কিন্তু অনেকটা বদলে গেছে তারা কিন্তু সরাসরি বলছে এইবার প্রায়োরিটিতে থাকবে প্রাইভেট সেক্টর এবং তাদের মাধ্যমেই দেশকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এইযে কনসেপ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পকে প্রাধান্য দাও তাদের কাজগুলো সুশৃংখলভাবে যেন করতে পারে তাদেরকে ভ্যাট ট্যাক্স দিয়ে বাধাগ্রস্ত না করে, তাদেরকে ভ্যাট ট্যাক্স কমিয়ে দিয়ে গুডস গুলো যেন জনগণের কাছে পৌঁছে যেতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আরেকটা যেটা বলতে পারি এস্ক্যালেশন অফ প্রাইস ৫.৩ তে রাখার চেষ্টা করেছি এখানেও কিন্তু এখানেও কিন্তু ইনফ্লেশনের বিষয়টা সরকার খেয়াল রেখেছে। ইনফ্লেশন যদি ৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে থাকে তাহলে জনগণ কিন্তু কম দামে জিনিসপত্র কিনতে পারবে। করোনায় অনেক দেশে খাবারের ক্রাইসিস হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশ একটি হয়নি তার মানে এগ্রিকালচারকে সাপোর্ট দেয়া হয়েছে। সবদিকে যদি চিন্তা করি তাহলেই বাজেটটা শুধু ব্যবসা বান্ধব নয় জনগণ বান্ধবও হয়েছে।

জিল্লুর রহমানঃ জি আপনার বক্তব্য শুনলাম। ড. সায়মা হক বাজেটটা শুধু ব্যবসা বান্ধব নয় জনগণ বান্ধবও হয়েছে। আমি একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো ব্যবসা-বান্ধব বলতে গিয়ে অনেকে বলছেন যে বড় বড় ব্যবসায়ীদের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা কিন্তু বাসে, গাড়িতে অথবা প্লেনে কোনোটাতে উঠতে পারেননি। একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই কেমন এবারের বাজেট। যেমনটা মাতলুব আহমাদ বলছিলেন যে কেউই এবার বাজেট নিয়ে অখুশি না বা খারাপ মন্তব্য করেনি। তো আপনি কি বলেন আমরা সবাই মিলে শুনি।

ড. সায়মা হক বিদিশাঃ আমি যখন বাজেটটি হাতে পাই তখন আমি একদম পেছনের দিকে চলে যায়। সেখানে আপনি দেখবেন চলতি অর্থবছরের সাথে প্রস্তাবিত যেই বাজেট সেটার সাথে কর, জিডিপির অনুপাত, বাজেট ঘাটতির সাথে জিডিপির যে অনুপাত মোটামুটি কিন্তু একি। সুতরাং এই বাজেট দেখে আমরা

বলতে পারি এই বাজেটে চলতি অর্থবছরের যেই বাজেট তার ধারাবাহিকতা। চলতি অর্থবছর মোটাদাগে যেসকল বড় টার্গেট না হয়েছিল সেগুলি এক ধরনের কন্টিনিউয়েশন এর মধ্যে। সার্বিকভাবে বাজেটের যে দর্শন সে দর্শনের খুব একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করিনি। এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে কেন দর্শনে পরিবর্তন টা দরকার। দর্শনে পরিবর্তনটা দরকার এই কারণে প্রথমটি হচ্ছে দুই বছর যাবত করোনার সাথে আমরা যুদ্ধ করে যাচ্ছি। এটাতো অভূতপূর্ণ পরিস্থিতি এবং অভূতপূর্ণ পরিস্থিতিতে এবার ভিন্ন আঙ্গিকে কিছু চিন্তা করাটা অবশ্যই দরকার আছে। দ্বিতীয় যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে করোনার আগেও কিন্তু আমরা বাজেট নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কথা বলে আসছি। এই দুটো বিষয় যদি আমরা পাশাপাশি রাখি তাহলে আমি দেখব যে আমাদের আগে আগের বক্তা যিনি ছিলেন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি হিসেবে উনার একটা প্রত্যাশা ছিল আমি একটা অর্থনীতি বিদেশেতে আমার যেমন প্রত্যাশা আছে সাধারন মানুষ, রাস্তার দিনমজুর তারও একটা প্রত্যাশা আছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাবিত করলেন সে প্রত্যাশা সাথে যে প্রার্থী কারো কারো প্রত্যাশা-প্রাপ্তির হয়তো খুব কাছাকাছি হয়েছে। কারো কারো সাথে প্রত্যাশার সাথে প্রার্থীর একটা ফারাক দেখা যাচ্ছে। আমার আগের বক্তা তিনি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে বলেছেন এটি একটি ব্যবসা বান্ধব বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী এ কথা বলেছেন। ব্যবসায়ীরা যেহেতু একটা চাপের মধ্যে ছিল অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের একটা বিষয় ছিল সেই কারণে ব্যবসায়ীদের স্বস্তি দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি দেওয়ার মাধ্যমে। সার্বিক যে বিষয়টা একজন সাধারন মানুষের দৃষ্টিতে যদি আমি দেখি একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমি যদি দেখি যে আজকে এই পর্যায়ে মানুষের অধিকার দেওয়ার বিষয় গুলো কি? একথা আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বলে এসেছি যে আজকে আমাদের আসলে এখন অগ্রাধিকারে প্রথমে চলে এসেছে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা। আরেকটা হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টা। এবং তৃতীয় দিন বিষয়টা সেটি আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা এবং একজন মা হিসেবে মনে হয়েছে যে শিক্ষা ব্যবস্থা। গত বছর আমরা যে বাজেট নিয়ে কথা বলছিলাম রাজ এই ধরনের কথা বলেছিলাম খুব বেশী আমরা কিন্তু তখন বাজেট নিয়ে কথা বলিনি কিন্তু এখন বলতে হবে কান ছেলেমেয়েদের সময় সাথে সাথে একটা বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেছে। এই বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার রেখে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে করোনাভাইরাস কে কেন্দ্র করে আমাদের কর্মসংস্থান, এবং দারিদ্রতা এবং এরপর সামগ্রিকভাবে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, ব্যবসার পুনরুদ্ধার এই বিষয়গুলো আসলে আসে। সাধারণভাবে একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে বলতে হয় যে বাজেটে সার্বিকভাবে কিছু কিছু ইতিবাচক দিক তো অবশ্যই রয়েছে। ছোট ছোট বেশ কিছু বিষয় রয়েছে

সেখানে প্রশংসার দাবিদার মাননীয় অর্থমন্ত্রী। কিন্তু প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তিকে ফারাক আমাদের বেশকিছু আশা ছিল যে কর্মসংস্থানের যে রোডম্যাপ, কি ধরনের কর্মপরিকল্পনা থাকবে এবং সেটি পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা এবং দারিদ্রতা দূরীকরণে এই বিষয়গুলোর জন্য একটা বড় পদক্ষেপ থাকবে। নতুন যারা দরিদ্র হয়েছে তাদের কর্মসংস্থান তৈরি করার জন্য একটা বড় বরাদ্দ থাকবে, কর্মপরিকল্পনা থাকবে এবং সংস্কারের বিষয়টা থাকবেই জায়গাগুলোতে আমি বলব যে আমি কিছুটা আশাহত হয়েছি। এখানে আমাদের প্রত্যাশা ছিল সেই প্রত্যাশা সাথে সাথে প্রাপ্তিটা ঘটেনি। এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সবার সাথে বসেন কথা বলেন এবং তারপর বাজেট পাস করা হয় তাহলে আসলে সেই বিষয়টা সবার জন্য হয়তো একটু ভালো হবে।

জিল্লুর রহমানঃ সেই জায়গায় আপনি খানিকটা আশাবাদী মনে হচ্ছে।

ড. সায়মা হক বিদিশাঃ আশা করতে তো দোষ নেই আমরা আশা করবো, কথা বলবো তারপর যদি দুই একটা জিনিস আসে পরিবর্তন আসে সেটি আসলে আমাদের প্রাপ্তি বাসার বিষয়।

জিল্লুর রহমানঃ মি.মাতলুব আহমাদ আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই উনি যেটা বলছিলাম যে, বাজেটে অবশ্যই ব্যবসা-বান্ধব হয়েছে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য যেটি দরকার ছিল কিন্তু মূল জায়গা আমরা যদি দেখি অনেক অর্থনীতিবিদরা বলছেন বাজেটে আসলে কোভিড ফোকাস হয়নি। এবং শিক্ষা স্বাস্থ্যের আসলে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আপনার কাছ থেকে জানতে চাই কর্মসংস্থান কিভাবে হবে। কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগ দরকার হবে। বিনিয়োগ পরিস্থিতি খুব একটা স্বস্তিকর নয়। সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলছিলেন সেখানে দেখা যায় যে একটা বড় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নতুন দরিদ্র হয়েছেন তারা কিন্তু এই নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুবিধার আওতায় মধ্যে পড়ছেন না। তাদেরকে বিবেচনা মধ্যেই না হয়নি।

আবদুল মাতলুব আহমাদঃ প্রথমত আমি বলব ড. সায়মা শি ইস কারেকট। একজন অর্থনীতিবীদ হিসেবে উনি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। যখন ইমপোর্ট ডিউটি, ট্যাক্স কমানো তখন কিন্তু সেটা প্রাইস এর মধ্যে রিফ্লেকশন হয়। দামটা নেমে যায়। পেঁয়াজের যখন ডিউটি বেড়েছে ১০০ শতাংশ পেঁয়াজের দাম কিন্তু বাজারে ১০০ শতাংশ বেড়ে যায়। আমাদের মার্জিন কিন্তু একই থাকে তো সরকার যখন কিছু কমিয়ে দেয় তখন কে অনেকেই মনে করে যে ব্যবসায়ীরা অনেক লাভবান হবে আমাদের যেটা লাভা আমাদের কোয়ান্টিটি বেড়ে

যায়। কোয়ান্টিটি যখন ইনক্রিজ করে তখন আমাদের ওভার রেডক্রস কমে যায়। তাই আমি প্রথমেই বলেছিলাম বাজেটটা কিন্তু জনবান্ধব হয়েছে। এখন যদি আমরা বলি যে খাদ্যের ব্যাপারে কি করা হয়েছে আমরা যদি দেখি যে এগ্রিকালচার ফিল্ডে সবরকম সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ট্যাক্স মওকুফ করা হয়েছে এবং এগ্রিকালচার মেশিন এক্ষেত্রে আমাদের বলছেন যেখানে তৈরি করো। ধান কাটার মেশিন এবং অন্যান্য মেশিন এগুলোর কিন্তু ডিউটি একেবারে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। করোনাই শিক্ষা দিয়েছিল দমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি এই দুটো জায়গাতে কোম্পানি আসলে না খেয়ে মরবে না। দেশটা না খেয়ে মরবে না। এগ্রিকালচার উপর হিউজ ভাবে সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে। আবার দমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিতে সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে। এমনকি দমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিতে যদি এয়ারকন্ডিশন, কিচেন ইকুইপমেন্ট এগুলো যদি সবাই ব্যবহার করে এগুলোর কিন্তু দাম কমে আসবে। কারণ এগুলোর উপর যে সকল ডিউটি দেওয়া হয়েছিল সেগুলো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার যদি আমি এম্প্লয়মেন্ট এবং শিক্ষার দিকে আসি তাহলে আমি দেখব যে এম্প্লয়মেন্ট বিষয়টা এবারের বাজেটে আর চাকরি নয় ব্যবসা। এবারের বাজেটে এই দিকে মানুষকে ধাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে । প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সেলফ এম্প্লয়মেন্টের বিষয়টির গুরুত্ব দেয়ার কথা বলেছেন। এবারের বাজেটে যারা নিজের চেষ্টায় বিজনেস করার কথা চিন্তা করছেন সরকার তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে। তারমানে মানুষকে কর্মমুখী করার জন্য এই বাজেটে তৈরি করা হচ্ছে। এখন চাকরি কতজনকে দিবে কিন্তু ব্যবসার সবাই করতে পারবে। তার ফলাফল কিন্তু আমি এক করো নামো তে দেখতে পেয়েছি। আমি কিন্তু দেখেছি ইয়াং বয়েজ এন্ড গার্লস তারা কিন্তু আশেপাশে থেকে সবজি মাছ এগুলো কিনে নিয়ে এসে মানুষের কাছে বিক্রি করছে। অনেকেই আছেন এখন যারা ক্যাপসিকাম প্রোডাকশন করছেন। আগে যেমন ভার্সিটি থেকে বের হয়ে মানুষ বলতো যে আমি কোন কোম্পানিতে কাজ করব সেই কোম্পানিতে কাজ করে এখন মানুষ আর কত বেতন পাবে কিন্তু দেয়ার নাথিং বেটার দেন সেলফ ইমপ্লয়মেন্ট। আমাদের মত কোম্পানি অনেক আছে তাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কিন্তু কাজ করছি। সুতরাং ইমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে এবারের বাজেটে বেশ শক্তিশালী প্রতিফলন আমাকে তো দেখতে পেয়েছি। এখন আমি আর শিক্ষার দিকে যাই ডক্টর দীপু মনি কতদিন আগে বলেছেন যে আমাদের যদি বাচ্চারা পাঠিয়ে দিতাম আগেদুধের কিন্তু করো না হয়ে যাওয়া সম্ভব না থাকতো। এখানে বাচ্চাদের কেউ শেভ রাখা হচ্ছে বাবা-মাকেও সেইভ রাখা হচ্ছে। সায়মা অবশ্যই ঠিক বলেছেন যে তাদেরকে তো নরমাল এডুকেশন সিস্টেমে আনতেই হবে আর কত দিন। অনলাইন একটা ৬বা ৭ বছরের বাচ্চা কি শিখবে তাদের তো কম্পিউটারের সামনে বসানোই যায় না। এখন আমি যেটা মনে করি যে

ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে কলেজ স্কুল এদের আসলে ঠিকাদার বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যত সম্ভব তাড়াতাড়ি তাদেরকে আসলে স্কুলে নামিয়ে দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এডুকেশন আমাদের শুরু করে দিতে হবে। এডুকেশন টানা হওয়াতে আমাদের একটা জেনারেশন গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে যেটা আমাদের টোটাল নেশন এর উপর একটা চাপ আসবে। তাই এটা কিন্তু সরকার খুব ভালভাবেই জানে এবং সরকার কিন্তু চিন্তা করছে যে কিভাবে তাড়াতাড়ি স্কুলটা খোলা যায়। কি করে তাদের পরীক্ষা নেওয়া যায় এবং এই দেড় বছরে গ্যাপটা কিভাবে আসলে ঠিক করা যায় গুলো নিয়ে সরকার কিন্তু অনেক রকম আলাপ আলোচনা করছে।

জিল্লুর রহমানঃ এখানে বলতে হয় যে প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু ১৫শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি কি মনে করেন দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়তা করবে নাকি সংকোচনের সহায়তা করবে?

আবদুল মাতলুব আহমাদঃ কয়েকটা জায়গা আমি আসলে মনে করি ইনিশিয়েটিভ নেওয়া দরকার প্রথমে আমি বলতে পারি যে কম্পিউটার পার্টস। এগুলো কিন্তু আমরা এখনো শেলফ সাফশিয়েণ্ট না। ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে কার্পেট অতপ্রোতভাবে জড়িত। সেখানে আমি মনে করি সরকারের চিন্তা করার সুযোগ রয়েছে। আরেকটা জিনিস এডুকেশন উপর কর দেয়ার সুযোগ আসছে কি আসেনি। উনারা হয়তো দেখছেন যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হাজার হাজার ছাত্র পড়ছে নিশ্চয়ই এই জায়গা গুলো থেকে করনা যেও না থাকলে এগুলো খেয়াল করেন যে কোথা থেকে কিছু ট্যাক্স আনা যায়। কিন্তু আমার মনে হয় যে আরও ২,৪,৫ বছর সময় দেওয়া উচিত। ঢাকা থেকে সরে গিয়ে ঢাকার আশেপাশে বড় বড় ক্যাম্পাস হচ্ছে এবং এগুলো এক্সপেন্সিভ। এবং এই ক্যাম্পাসে এক্সপেন্স কিন্তু সরকার করছেন এগুলো প্রাইভেট সেক্টরে করতে হচ্ছে এবং আমি মনে করি যে তাদেরকে সুযোগগুলো দেওয়া উচিত। ইট ইজ টু আর্লি টু ট্যাক্স ড্যাম। আমি মনে করি আরও কিছু সময় দিলেই যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ঢাকার বাইরে দূরে গিয়ে ঠিকমতো পড়াশোনা করে আবার ফিরে আসছে এটা ইতিবাচক। ঢাকার আশেপাশে অনেক বড় বড় ইউনিভার্সিটি আছে তারা অনেক ভালো করেছে। আমি মনে করি এটা চলমান হওয়া উচিত তাদেরকে ট্যাক্স দিয়ে নিরুৎসাহিত করার সময় এখনো আসেনি।
জিল্লুর রহমানঃ ড. সায়মা হক বিদিশা শুনছিলেন আপনি।

ড. সায়মা হক বিদিশাঃ যেহেতু শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের সাথে সবসময় ওঠা বসা আছে। বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিটাকে উপেক্ষা করার কোনো বিষয় নেই। আমরা

যদি অন্যান্য দেশগুলোতে যেমন ভারতের কথাই চিন্তা করি তাহলে ভারতে দ্বিতীয় ঢেউ এর আগে কখনো অনলাইনে সব চলছে। কিন্তু অনলাইনে আমাদের যে বড় ধরনের এক ক্রেতার বেসাম আছে সেটা আমি বলতে চাচ্ছি না। অনলাইনে সবকিছু চলার ক্ষেত্রে যেটা বড় সমস্যা রয়েছে সেটা হলো অনলাইন ডিভাইড। এবং এই ডিজিটাল ডিভাইস এর ক্ষেত্রে আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা দেখতে পাচ্ছি যে এটা কতটা ক্রুড বৈষম্য করে দিচ্ছে একটা শহরের ছেলের সাথে একটা গ্রামের ছেলের। তো এই বিষয়টাকে ট্যাকেল করবার জন্য বাজেট বক্তিতা দেখলে জানা যাবে কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের যে চাহিদা এবং ডিজিটাল ডিভাইডের যে ব্যাপকতা এটা অ্যাড্রেস করবার জন্য খুব বড় ধরনের বরাদ্দ বা প্রকল্প আমরা দেখিনি। কিছু কিছু ছোট ছোট দিকনির্দেশনা আছে। যেমন আমরা যখন অনলাইন পরীক্ষা নেওয়ার কথা চিন্তা করছি যখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক ধরনের আশঙ্কা কাজ করছে যেমন গ্রামে বসে ছেলেমেয়েরা বলে যে যেমন নদীর পাড়ে যদি আমরা থাকি তাহলে ইন্টারনেটের স্পিরটা ঠিক থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি ধনী-গরিব সবাই নির্বিশেষে শিক্ষাটা পায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আছে যে দরিদ্র পরিবারের যারা আছেন নতুন করে যারা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছেন এবং আমরা বিভিন্ন প্রকল্প যেমন ইউনিসেফ দেখছি তখন ঝরে পড়ার একটা আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া কম বয়সে মেয়েদেরকে বিয়ে বিয়ে দেওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে ডিজিটাল ডিভাইডে ক্লাস করতে না পেরে অনেকে পিছিয়ে যাওয়া এটা শর্ট টার্মে চিন্তা করলে কিন্তু হবে না। এটা দীর্ঘমেয়াদি একটা বড় ধরনের ইনপ্রিটিকসন আছে। এই বিষয়গুলো জোরেশোরে বাজেটে আসা দরকার। আর ব্যক্তিখাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আপনি যে পরে কথা বলতে চাচ্ছেন সেটা সেখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে ব্যক্তিখাতে আপনি কি দিচ্ছেন ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধুমাত্র বড়লোকের ছেলে মেয়েরা পড়ছে । সাধারণ ছেলে মেয়েরাও অনেকে গ্রামের জায়গা জমি বিক্রি করেও পড়ছে। এই ধরনে ব্যাংকগুলো খুব বেশি দেখা যায় যেটা আমরা অর্থনীতিতে দেখেছি যেটা কনজিউমার এর উপর পড়ে যায়। ওটা দেখা যাবে বেতনের উপরে ট্যাক্সটা পড়ে যাবে এই আশঙ্কাটা আছে। যেহেতু সরকারের কিছু জায়গা থেকে ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হয়েছে সেতু অন্য জায়গায় ট্যাক্স বাড়াতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ সায়মা হক আমরা দেখেছি যে গত কয়েক বছর আগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা এই ভ্যাট নিয়ে আন্দোলন করেছিলো। এবার কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ দেখে ভ্যাটটা চাপিয়ে দেওয়া হলো।

ড. সায়মা হক বিদিশাঃ তখন যেহেতু হয়নি এটা হয়তো সাময়িকভাবে বন্ধ ছিলো। কিন্তু এখন আবার যেহেতু পুরো প্রসেসটা চোখের সামনে চলে এসেছে আমরা এ বিষয়টা জানিনা কিন্তু কিছুদিন পরে আবার এ বিষয়টা নিয়ে তর্ক বিতর্ক শুরু হবে তখন হয়তো আমরা দেখতেও পারি ছেলেমেয়েরা এই বিষয় নিয়ে আন্দোলন করছে। কিন্তু এখনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা বেতনের মধ্যে ইনস্পেকশনটা দেখতে পারছে না। যখন দেখতে পাবে তখন বিষয়টা নিয়ে একটা চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপার আছে। কর আসলে বাড়ানোর কিছু স্বার্থপর আছে সেখান থেকে বেশ কিছু কর বাড়ানো যায়। কর্মসংস্থানে বিষয় ছোট ছোট কিছু প্রণোদনা রয়েছে যেটা ব্যষ্টিক পর্যায় বেশকিছু পদক্ষেপ রয়েছে যেটা আমাদের ব্যবসা গুলোকে একটু স্বস্তি দিতে এবং পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানে সহায়তা করবে। যেমন ব্যবসা যদি ভালো করে তাহলে কর্মসংস্থান হবে এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এই লিংকেজটা পরোক্ষ এটা প্রত্যক্ষ না। এই লিংকেজটার একটা বিষয় যদি আমরা বড় ব্যবসায়ী কর্মসংস্থানের চিন্তা করি কর্মসংস্থানটা আসলে শ্রম ও ধরন বিষয় হচ্ছে কিনা সেটা দেখার বিষয় আছে। দ্বিতীয় বিষয় ব্যবসা শুধু ছাড় দিতে হবে না আরো বড় ধরনের বেশ কিছু সমস্যা আছে। যেমন আমলাতান্ত্রিক সমস্যা বলেন অবকাঠামো জটিলতা বলেন উনারা এই বিষয়গুলোই কাজ করে যাচ্ছে এবং প্রতিদিনই এই বিষয় মুখোমুখি হচ্ছেন। সে বিষয়ে যদি তাকায় তাহলে আমাদের এই ব্যবসা নিয়ে যে প্রকপ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা বা নতুন এক ধরনের বিনিয়োগ তৈরি করা সেটা কিন্তু সহজ হবে না। যতদিন পর্যন্ত ব্যবসা সহজ কারণের ক্ষেত্রে অন্য জায়গায় আমাদের বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে না। আর তৃতীয় বিষয়ে ভালো একটা ইনিশিয়েটিভ বিষয় আমাদের দেওয়া হয়েছে সেটাতে আপনি কৃষিখাতে এটা অবশ্যই আমাদের আলোচনার মধ্যে থাকা উচিত। আরেকটা বিষয় দেখেছি যে বেশ ভালো কয়েকটা বিষয় আমাদের ইনিশিয়েটিভ আছে যেমন এগ্রিকালচার এ খাতে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে চান তাহলে দশ বছর মেয়াদী একটা কর্ম সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এটা অবশ্যই সাহায্য করবে। কিন্তু আমাদের যে কাঠামোগুলো আছে বিশেষ করে নতুন উদ্যোক্তা যারা ব্যবসা করছে যারা অনেক বছর ধরে ইনিশিয়াল পর্যায় সংগ্রাম করে আজকে এই অবস্থানে আছেন। এখন নতুন যে ছেলে-মেয়েগুলো যাত্রা করতে চাইবে তার জন্য যে কাঠামোগত সমস্যা আছে সেগুলো ডিল করা এত সহজ না। আর তৃতীয়ত অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় বড় বড় প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংকগুলোতে ঋণখেলাপির বিষয়গুলো হয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রে যারা জড়িত তারা যে ব্যবসাগুলো সুবিধা নেবে। কিন্তু তার পরবর্তীতে যে শ্রমধরনের একটা জায়গায় কর্মসংস্থান তৈরি করে এবং শ্রমিকদের একটা জায়গায় রেখে তাদের পরিকল্পনা

কর্মসংস্থানের মধ্যে রেখে কর্মসংস্থান তৈরি করবে কিনা? সেই বিষয়টা অনেক ক্ষেত্রেই পরিষ্কার। কিন্তু আমাদের দেশে যেটা দেখা যায় যে সুবিধাগুলো তারা পাচ্ছে কিন্তু সুবিধাগুলোর সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছে কিনা? সেটার ক্ষেত্রে সব সময় দেখা যায় যে একটা অস্বচ্ছতা থাকে। এটা পরোক্ষভাবে হয়তো সুবিধা পাবে কিন্তু সার্বিকভাবে। এই করোনার কারণে মানুষের কি ধরনের অভিঘাত হয়েছে মানুষের কি ধরনের কাজ হারিয়েছে আমরা এটার জন্য ছোট ছোট কিছু গবেষণা করেছি। করোনার আগে ছোট ছোট কিছু কাঠামো রয়েছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বড় ধরনের কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে অটোমেশনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে তরুণ বেকারত্বের সমস্যা রয়েছে সেগুলো কে কেন্দ্র করে এই বছরে চলতি বাজেটে কর্মপরিকল্পনা বা ইনিশিয়েটিভ যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলো আসলে কতগুলো চাকরি জোগাড় করতে পারে। কতগুলো চাকরি বা স্বনিয়োজিত কাজে কি ধরনের একটা এম্প্লয়মেন্ট এর ব্যবস্থা করতে পারবে। এবং পরবর্তীতে যে ফারাকটা থাকবে সেই ফারাকটা পূরণ করার জন্য পরবর্তী অর্থবছরে যেয়ে কি করা হবে? ভালো হতো সুবিধা হত এবং এই ধরনে আমাদের যে পরিকল্পনা ছিলো। আমি আসলে শ্রমবিতরণ নিয়ে কাজ করি সবসময় আমার মনে হয় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে খুব প্রত্যক্ষ ছোট্ট একটা উদাহরণ একটা সময় ছিলো তরুণদের জন্য স্টাফ অফ ক্যাপিটালের একটা বরাদ্দ ছিলো এটা ২০১৯ সালে। তো এই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসংস্থানের বেশ কিছু বান্ধব করে বস্তি এলাকায় যেসব মানুষ কাজ হারিয়েছে তাদেরকে কর্মসংস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং একেবারে নিম্ন আয় মধ্যম আয়ের যে মানুষগুলো রয়েছে তাদেরকে কর্মসংস্থান ফিরিয়ে দেয়ার যে বিষয়টা। এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে স্বনিয়োজিত কাজের বিষয়টা আমাদের অসম্ভব জরুরি। এখানে মনে রাখতে হবে করোনার অবস্থায় আমরা যখন চিন্তা করছি স্বনিয়োজিত কাজের ক্ষেত্রে ছোট ছোট কাজগুলোতে বড় ধরনের একটা ঝুঁকি থাকে। এটা চাহিদা বিশিষ্ট চাহিদার অনেক ক্ষেত্রে এক্সপ্লেন্ট হয়েছে। এখানে অনেক ঝুঁকি থাকে সে কারণে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা জরুরি।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার মাতলুব আহমাদ শুনছিলেন আপনি। একটি বিষয় যেমন অনেকেই সংশ্লিষ্ট যে কর্পোরেট কর কমানো হয়েছে কিন্তু ক্ষুদ্র মাঝারি যে উদ্যোক্তা তাদের ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়ার জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। এবং ড. সায়মাও যেটা বলছিলেন শুধু কর ঘুমালে হবে না ব্যবসা সহজীকরণও করতে হবে। যে কারণে এখন নতুন যারা ব্যবসা করতে আসবে তাদের জন্য খুব সহজ কাজ নয়। ব্যবসায় যুক্ত হওয়া। কর্মসংস্থান এখন সেল পাওয়ারমেন্টের সময়

এসেছে। সেটিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে কিন্তু সুযোগ-সুবিধা টা যেমন দেওয়া হচ্ছে না।

আবদুল মাতলুব আহমাদঃ ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা প্রফেশন আপনি যেটা যাবেন এটা বেসিক্যালি আপনার উপর নির্ভর করে আপনি কোন দিকে যাবেন? ড. সায়মা সম্পূর্ণ সঠিক উনি বলছিলেন যে এগুলোর ক্ষেত্র তৈরি করে দিচ্ছেন কিনা বাজেটে। বাজেট এক বছরের জন্য আসে ৫ বছরের প্ল্যান গুলো ৫ বছরে দেশটি কোন দিকে যাবে তার দিকে একটি দিকনির্দেশনা থাকে। এবং বাজেটকে সেটি অ্যালাইন করতে হয়। খেয়াল করে দেখতে হবে যে আমাদের এই বাজেটে এসব দিকে টাচ করা হয়েছে কিন্তু খুব বেশি ডিটেলস বাজেটে দেওয়া যায় না। আমরা যারা চেম্বার অব কমার্সে আছি আপনারা যারা এডুকেশন ইউনিভার্সিটি তে আছেন এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল একাডেমি জয়েনটে কিন্তু সরকারের ব্যাপারটা যে গাইডলাইন আমি দেখেছি সেটা আগের থেকে এখন অনেক বেশী সেনসিটিভ। এবং তাদের ভেতরে ট্রেনিং হচ্ছে যে কি করে তাদেরকে আরেকটু প্রাইভেট সেক্টরে দেওয়া যায়। কি করে জনগণের কাছে থ্রু প্রাইভেট সেক্টরে যাওয়া যায়। সমস্যা একটা এগ্রেসিভ দেশে থাকবেই। এবং আমরা রাস্তার পাশে খুব সুন্দর ফুটপাত চাই ওভারব্রিজ চাই কিন্তু এগুলো পাবো কোথায়? এইযে লিমিটেশন মানি। সেখানে মেগা পড়তে না করলেই তো একেবারে কাজ থেমে যাচ্ছে না। প্রাইভেট সেক্টরে সেই ২২% থেকে কোথায় নেমে গেছে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট?

জিল্লুর রহমানঃ মানির সংকট কোথায় দেখছেন আপনি ব্যাংকে তারল্য আছে, ফরেন রিজার্ভ যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

আবদুল মাতলুব আহমাদঃ না আমি তো মানি সংকট বলিনি। প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট যে বিষয়টা থাকে সেটা তে আমরা ২২-২৩% ছিলাম। সেটা নেমে এখন ৮-১০% এর মধ্যে আছে। আমরা ব্যাংক থেকে নিতাম ১৪-১৬% সেটা ৮-১০% চলে আসছে। এর কারণটা হলো ২০১৯ এর আগে পর্যন্ত চেয়ে বেশি ইনভেস্টমেন্ট করার জায়গা ছিলো এগুলোর শর্টেজ ছিলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এগুলোর ওপর একটা একটা করে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন। গ্যাসের জন্য এল এন জি কনভার্ট করে শেয়ার দেশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাওয়ারে যদি দেখেন বিএনপি'র সময় আমরা এক ঘন্টা পাওয়ার পেতাম একঘন্টা পেতাম না। এখন আমাদের পাওয়ার যায়ই না জেনারেটর এর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। এই যে জিনিসগুলো এইগুলো হচ্ছে ওই আর রেডি ফর দা দ্যা নেক্সট মুন। আমি লক্ষ্য করেছিলাম ২০১৯ সালে আমরা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ লোকাল ইনভেস্টমেন্ট পাবো। বাট উই হ্যাভ টু রিয়েলাইজ এই সবকিছু থমকে গিয়েছে কভিডের জন্য।

কোভিড আমাদের কারোর ক্রিয়েশন না এটা হঠাৎ করে চলে এসেছে। সরকার মাথা ঠান্ডা রেখে এত বড় পপুলেশন নিয়ে ফাইট করছেন আমরা সবাই একসাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে কাজ করে যাচ্ছি তার গাইডেন্সে। এতে আমাদের ভালো পরিশ্রম হচ্ছে। ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস গভমেন্ট তারা সিম কার্ড কোথায় নামিয়ে নিয়ে আসছেন? সিম কার্ড কোথায় ছিলো। ঠিক সেভাবে যদি আপনারা ইনফ্লেকশন দেখেন মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার পর্যায় নামিয়ে নিয়ে গেছেন। প্রত্যেকটা জায়গায় জনগণ আস্তে আস্তে বেনিফিট পাচ্ছেন। ড. সায়মার কোথায় আমি আসছি ওনার যে বক্তব্যটা তার এম্প্লয়মেন্ট জেনারেশনটা কিভাবে করবো তার একটা রোডম্যাপ থাকা দরকার। সি ইজ এ্যাবসল্যুটলী কারেন্ট। যার জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এর ওপর ফান্ড দেওয়া হচ্ছে। আমরা যারা চেম্বার অফ কমার্স আছি আমাদের ইনক্রর্মেশন রুম থাকে আমরা ওদেরকে ট্রেইনিং দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু কে ব্যবসা করবেন এবং কিভাবে করবেন দে হ্যাভ টু কাম ফরওয়ার্ড। প্রত্যেকটা জেলায় চেম্বার অব কমার্স আছে। এবং যারা আগ্রহী বয়েস এন্ড গার্ল তারা কিন্তু অনেকেই এগিয়ে আসছে। হোমনার ড্রামের ভিতর দেখা গেল সেদিন বার্গার এবং চায়নিজ দোকান খুলেছে। দিস আর ডেভলপমেন্ট মিনস যে গ্রামেও শহরের কিছু কিছু টাস চলে আসছে। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বলেছিলেন গ্রাম হবে শহর তার কিছু কিছু আলামত পাচ্ছে। সেটা একদিনে হয় না টাইম লাগে। কিন্তু এবারের বাজেট টা খুব ডিফিকাল্ট টাইমে দেওয়া হয়েছে। এবং এবারের বাজেটে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য টিকিয়ে রাখতে হবে। এবং প্রান্তিক যারা ব্যবসা আছেন তাদেরকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য এবার গতবছরের যে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছিলো ফর দি এসিমিজ এটা বেশিরভাগ দিতে পারা যায় নাই। কারণ তাদের ব্যাংকের সাথে রিলেশনশিপ কম ছিলো। আনলাইক দ্যা বেস্ট বিজনেস ডিল। এবারে অল্টারনেটিভ মেথড খোঁজা হচ্ছে। এবং আন্ডারলাইন বটম লাইন যেটা হচ্ছে যে টাকা পৌছাতে হবে তাদের কাছে। দে মাস্ট বি বেনিফিটেড। এবং এগ্রিকালচারের উপরে ইন্টারেস্ট মনে করেন আমাদের ক্রপ ফেল হলো তার ইন্সুরেন্স। এভাবে অনেক নতুন নতুন ইন্সুরেন্স আনা হচ্ছে যাতে এইযে ঝুঁকি যেটা আছে ড. সায়মা বললে সেই ঝুঁকিটা কিছু এড়ানোর জন্য ইন্সুরেন্স স্কিম করা হচ্ছে। যেটা আগে বাংলাদেশের ছিলো না। সুতরাং ব্যবসা মানেই ঝুঁকি আর ঝুঁকি না থাকলে প্রফিট আসবে না। বাট ফরচুনেটলি বাংলাদেশের সব ব্যবসায়ীরা বীরের মতো সব বিষয়ে ফাইট করতে পারে এবং যেকোনো পরিবেশে তারা এগিয়ে থাকে। তার রেজাল্ট হচ্ছে এই কভিডের মধ্যেও আমাদের মাথাপিছু আয় বাড়লো। এবং আমাদের এক্সপোর্টও বাড়ছে। এবং আমরা এক্সপেক্ট করছি যে ইউএসএ এবং ইউকে এবং ইউরোপ করোনা ভাইরাস থেকে বেরিয়ে আসার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে

অক্টোবর নভেম্বর মাস থেকে আমাদের গার্মেন্টস আর এক্সপোর্ট আগের থেকে বাড়তে থাকবে। তখন একদিকে আমাদের রেমিটেন্স বং অন্যদিকে আমাদের এক্সপোর্ট দুইটা মিলিয়ে আমাদের কম্পাটিবল প্রসার থাকবে। তখন সরকার আরো বেশি দিতে পারবে যাদের রিকোয়ার্ড আছে। মল মিডিয়া প্রান্তিক ব্যবসায়ী এদিকে আরো দিতে হবে সি ইজ এবসুলেটলি কারেক্ট। ৭০-৮০ ব্যবসা যারা করেন তারা কিন্তু এই গ্রুপটা। এবং একটা দেশে যদি মেরুদন্ড বলতে হয় তাহলে এই গ্রুপ টাই। এবং সেখানেই কর্মক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি। উই সুড হ্যাভ কনফিডেন্স যে আমরাও দেখবো কোন দিকে যাচ্ছে অবশ্যই কম্পিউটারের উপরে ভ্যাট ট্যাক্স যেটা বাড়ি আছে সেটা সরানো উচিত। অবশ্যই যদি এরকম আরো কিছু থাকে তাহলে সেটার উপর রিকনসিডার করা উচিত।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার আহমাদ আপনি আপনার বক্তব্যের সময় বলছিলেন যে বাংলাদেশ এলডিসির দেশ বাংলাদেশ এলডিসি গ্রাজুয়েশন করছে এবং সেখানে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ তার জন্য যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে এই বাজেটে মোকাবেলা করার জন্য আসলে কোনো পরিকল্পনা আপনি দেখতে পেয়েছেন কিনা?

আবদুল মাতলুব আহমাদঃ এলডিসি থেকে আমরা আরও উত্তোলন করব সেটা ২০২৬ সেটা আরো তিন বছর কন্টিনিউ করবো। বাজেট হলো এক বছরের। এবং তা হল কোভিড থেকে আমাদেরকে বাঁচানোর বাজেট। এবারের বাজেটে নতুন কোন ব্যাক দেয় নাই। সরকার জানে আহরণ বেশি করা যাবে না। তাহলে সবকিছু পাশওয়ান হয়ে যাবে জে বায়ারস। এখানেও যদি ১৫% তারা ভ্যাট দেয়। এটা খেয়াল রাখতে হবে। যেহেতু এডুকেশন এর ব্যাপারটা আছে। সরকার যদি এটাকে রিকনসিডার না করে তাহলে আমার সাজেশন থাকবে যারা বড় বড় ইউনিভার্সিটি করেছে তারা যাতে এই ভ্যাট এবজর্ব করে তারা যাতে বেতন দেন সেটা আগের লেভেলে থাকে। বেতনটা হবে ইনট্রিবিউশন অফ ভ্যাট। এবং সে ভাবে তাদের করা উচিত এতে প্রফিট কিছুটা কমে যাবে। যাতে যারা শিক্ষা নিচ্ছেন তাদের ব্যয় ভার না বাড়ে। আমার রিকোয়েস্ট থাকবে সরকারের কাছে প্রথম হচ্ছে যে সরিয়ে দেন যদি উনারা না সরাতে চান তাহলে বড় ইউনিভার্সিটি গুলোর কাছে আমার আবেদন থাকবে যে এই ভ্যাটটা আপনারা এবজর্ব করুন। আপনাদের বেতনটা ইনক্লুডিং অফ ভ্যাট করে দিয়েন। তাহলে হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা যারা গরিব ঘর থেকে আসছে কষ্ট করে বেতন দিচ্ছে তারা এই কষ্টটা আর পাবে না এবং হোপফুলি তারা কোন রকম প্রচেষ্টা করবেন না।

ড. সায়মা হক বিদিশাঃ এই বিষয় নিয়ে আমি একমত আমারও কোন তর্ক বিতর্ক নেই। যে বিষয়টা আমাদের খুব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কিছু কিছু খাতে শিক্ষাব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা এই দুটোর ক্ষেত্রে আমাদের প্রোপার নীতিমালা নীতিকৌশল পরিবেক্ষন এই জায়গা গুলোতে ফাঁকফোকর রয়েছে। ছাত্র ছাত্রীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বা কিছু কিছু বড় হসপিটালে দেখা যায় যে তারা একেবারে শেষ সম্বল দিয়ে চিকিৎসা করতে এসেছে। এখন যে বিষয়গুলো জরুরী সেটা হচ্ছে বেতন আসলে কতটুকু ধার্য করা যাবে? পেশেন্টের জন্য কি ধরনের ব্রাইসিং করা যাবে? সেক্ষেত্রে প্রপার মনিটরিং নিয়ম-নীতি থাকা একদম জরুরি। এমন না যে এটা হচ্ছে না এটা হলেও দেখা যায় যে এ বিষয়গুলো খুব হালকাভাবে রয়েছে। যে বেতনটা আসলে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? অর্থাৎ একটা কৃষকের ছেলে যে বেতন দিচ্ছে সে সে তুলনায় শিক্ষা পাচ্ছে কিনা এটা যৌক্তিক কিনা হ্যাঁ এই বিষয়টা সহজ না কিন্তু তারপর শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে বিষয়টা ছেড়ে দিতে হচ্ছে সেটা আমি নেতিবাচক কিছু বলছি না। শুধুমাত্র সরকারি সব সেবা দিয়ে সবকিছু করা সম্ভব না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো একটু নজরদারি থাকা দরকার। সে ক্ষেত্রে প্রপার রুলস রেগুলেশন এর যে বিষয়টা থাকা দরকার তার বড় ধরনের একটা সুযোগ আছে। আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে যে বিষয়টা রাখতে চাই আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে বাংলাদেশে বেশ কিছু জায়গায় নেতিবাচক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। তবে আমরা যদি সামনে দেখি তাহলে পোস্টটা বেশ বন্ধু। একটা বিষয় করোনার ক্ষেত্রে যদি বলা হয় একটা বিষয় দরিদ্র দূরীকরণ ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অনেক পথ এগিয়ে এসেছি কিন্তু করোনা একটা বড় ধাক্কা দিয়েছে। তো এই সবগুলো জিনিস মাথায় রেখে বেশ একটা বড় ধরনের পরিকল্পনা আমরা দেখেছি যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বেশ কিছু নিয়ম উঠে এসেছে কিন্তু এ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের আমাদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা মাথায় রেখে আমাদের যেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশ কিছু কাজ সম্পন্ন হয়েছে যেগুলোকে আমি প্রশংসা করবো। আমাদের বাজেটের দিকেও খেয়াল করতে হবে আমরা বলি যে বরাদ্দ কতটুকু দেওয়া হচ্ছে বাবা যে কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে? প্রথম বিষয়টা বরাদ্দ আমাদের অগ্রাধিকার জায়গায় হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা হয়তো জানি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাস্তবায়নের কি হার? দ্বিতীয়ত হচ্ছে বরাদ্দ দেয়া হলো স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমরা কি বুঝাতে চাচ্ছি সেটা আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সাথে কতটা সংশ্লিষ্ট আমরা যদি টেকসই উন্নয়নের কথা বলি পঞ্চবার্ষিকী লক্ষ্যমাত্রার কথা বলি সেটার সাথে কতটা সংশ্লিষ্ট সেটা কিন্তু চিন্তা করবার দরকার রয়েছে। সেটা একদিন হয়তো সম্ভব হবে না কিন্তু এই ধরনের পরিকল্পনার কথা বাজেট বক্তিতায় আসতেই পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে যে বিষয়টা জরুরী সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ বাস্তবায়ন হচ্ছে না

বাজেটের। তো আমাদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার সময়টা আগেই আসছে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা প্রকৃত পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের দরকার। আমাদের বাজেটে বড় একটা অংশ পায় জনপ্রশাসন। দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের বার্ষিক কর্মসূচি। সেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই টাকা খরচ করা যায় না। সে সবকিছু যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে টেকসই মাত্রার আমরা কথা বলছি কোভিড এর কারণে আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি বিশেষ করে দারিদ্র বিবেচনা ক্ষেত্রে আমাদের যে অগ্রগতি সেটা একটা বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে। নতুন দরিদ্র সীমা যারা সৃষ্টি হয়েছে একেবারে দরিদ্রসীমার নিচে ছিলো তারা এই কভিড এর কারণে একেবারে নিচে চলে গেছে। তাদেরকে কেন্দ্র করে আমাদের এই যে নেতিবাচক একটা পরিবর্তন হয়েছে সেটাকে রিভার্স করবার জন্য একটা বড় ধরনের পরিকল্পনা ও বরাদ্দটা দরকার ছিলো। কিন্তু ছোট ছোট বেশ কিছু কাজ হয়েছে যেগুলো আমি প্রশংসা দিচ্ছি। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ পেয়েছে এটা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। এখানে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে নতুন দরিদ্র বিষয়টা আরেকটা বিষয় আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল রয়েছে এবং সেটা যেতে দেখলে দেখা যাবে জনবান্ধব বেশকিছু কৌশলের কথা বলা হয়েছে। আমাদের সামাজিক নিরাপত্তাই যে সমস্যাগুলো সেটাকে যদি এলাইন করতে পারি সেই বাজেটে থেকে যাওয়ার যদি কিছু প্রচেষ্টা থাকতো সেটা আমাদের একটা প্রত্যাশা ছিলো।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার মাতলুব আহমাদ আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে সো ফাইনাল রাউন্ড।

আবদুল মাতলুব আহমাদঃ এবারেও খরচ করা যায় নাই। এবং অন্যান্য ডেভেলপমেন্টেও করা যায় নাই। বহু টাকা আমাদের এভাবে নষ্ট হয়। জুন মাস চলে আসে এবং তড়িঘড়ি করে কাজ করে কাজের কোয়ালিটিও নষ্ট হয়। সেজন্য আমি চ্যানেল আই এর মাধ্যমে সরকারের কাছে আবেদন জানাবো। প্রসেসটা আরো ইজি করতে হবে। ডিসেম্বরের মধ্যে কাজগুলো শুরু করতে হবে। তাহলে জুনের মধ্যে শেষ হবে। এখন যদি দেখা যায় ডিসেম্বরের মধ্যে গিয়ে ওই সংস্থা টাকা পায় তাহলে মার্চে গিয়ে শেষ হয় তখন কাজ শুরু করে তখন বৃষ্টি চলে আসে কাজের মান ভাল হয় না। যদি এটা তিন মাসের মধ্যে শেষ করতে পারে তাহলে কাজের মান ভাল হবে এবং তাতা গুলো ঠিকভাবে খরচ হবে। যদি ডিসেম্বরের মধ্যে একটি রেডিও মিটিং করে দেখা যায় যে ঠিকমতো করতে পারছে না তাহলে সেই টাকাগুলো যাদের লাগবে তাদেরকে ট্রানস্ফার করে দেওয়া উচিত। অনেকগুলো গভমেন্ট কমিউনিটিতে ছিলাম আগে সেখানে আমি দেখেছিলাম

এটা বেশ সমস্যা হয়ে যায়। এখানে আমি সয়মার সাথে এগ্রি করি। হেলথ কত বড় সেক্টর এটা নিয়ে যেন আমরা সবাই টেনশনে মধ্যে থাকবো? যদি টাকাটা পুরোটা ব্যবহার না হয় তাহলে খারাপ লাগে। যদি বাজেটকে আমরা এনালাইসিস করি এই পরিবেশের সাথে তাহলে বলতে হয় যে বাজেটটা কেমন হয়েছে? তবে আমি বলবো চমৎকার।

ড. সায়মা হক বিদিশাঃ দুটো বিষয়ের মধ্যে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বাজেটের এবং সেটার মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন ভিত্তিক পরিবেক্ষন সেটার সাথে সংশ্লিষ্ট যারা তাদেরকে মধ্যে আনা কথাটা খুব শক্ত শুনিয়েছি কিন্তু এ বিষয়টা খুব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে আমাদের প্রতিবছর এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে হয় এবং সরকারও পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে যায়। কোভিড এর বাস্তবতাকে চিন্তা করে মানুষ কাজ হারিয়েছে অনেক মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে চলে গেছেন অনেকে পেশা পরিবর্তন করেছে মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়ে। এটা অবশ্যই একটা ইতিবাচক দিক। কিন্তু এখন আমরা বর্তমানে আরেকটা ক্রাইসিস মোমেন্ট এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এই অবস্থায় সরকারের প্যাকেজগুলো থেকে কিছু কিছু জায়গায় বাস্তবায়ন হয়নি। অনেকেই বাদ পড়ে গেছে নতুন করে প্রণোদনা প্যাকেজ গুলো দেখা। আবার আমাদের প্রবাসী যারা ফেরত চলে এসেছেন তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আমার মনে হয় এটা যতটা জোরের সঙ্গে চিন্তা করার দরকার ছিলো ততটা জোরে চিন্তা করা জরুরী। আমাদের যে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে একটি ভিন্নধর্মী চিন্তা করা জরুরি। বিপন্ন বিস্ময় সবার শেষ কথা বলতে গেলে যদি বলতে হয় তাহলে সবার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক যে সমস্যাগুলো রয়েছে যেমন ব্যাংকিং খাতে সমস্যাগুলো কর কাঠামোতে বিভিন্ন বিষয়গুলো রয়েছে সেই জিনিস গুলো। এবং স্বার্থখাত অবশ্যই। সেখানে বাজেট কর্তৃক একটা আশা থাকে এখানে যেন একটা জোর দেওয়া হয়। এবং পরবর্তী উন্নয়ন প্রকল্প তে এই জায়গা গুলো যেন জোর দেওয়া হয়।

জিল্লুর রহমানঃ আবদুল মাতলুব আহমাদ হাতে সময় রয়েছে ৩০ সেকেন্ড। আপনি কি কিছু বলতে চান?

আবদুল মাতলুব আহমাদঃ বাজেট এক বছরের জন্য এখানে আমি বলবো যারা নতুন দরিদ্র হয়েছে আমার মনে হয় কিছু সময় রয়েছে অবশ্যই ইনিভিশন করার জন্য। সেখানে অবশ্যই তাদেরকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এটি কিন্তু সরকার ক্লিয়ার করে দেবেন। বাজেট নিয়ে আমি সুখী। আমি মনে করি দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে থাকবে সাধারণ জনগণ উপকৃত হবে এবং প্রান্তিক যারা পদে আছেন তারা এই কষ্ট থেকে রেহাই পাবে বলে আমি মনে করি।

জিল্লুর রহমানঃ অনেক ধন্যবাদ মি. মাতলুব আহমাদ ও ড. সায়মা হক। দর্শক কথা হচ্ছিল আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে মিস্টার মাতলুব বলছিলেন বাজেট কি ব্যবসা বান্ধব এবং এক কথায় বা এক শব্দে তিনি বলছে এটি একটি চমৎকার বাজেট। ড. সায়মা বলছিলেন যে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে জন্য এ ধরনের বাজেটে অবশ্যই দরকার ছিল। তবে ব্যবসা-বান্ধব হলেও এই বাজেটে মাধ্যমে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের যারা রয়েছেন তারা খুব বেশি সুযোগ পাচ্ছেন না। এবং এই বাজেটে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বান্ধব নয় সেটি আলোচনা মধ্যে এসেছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করারোপ করা হয়েছে সেটি আসলে এই মুহূর্তে সমীচীন নয়। এবং এই বাজেটে চলতি বছরের ধারাবাহিকতায় সেই ধারাবাহিকতার কথা বলছিলেন। এবং বাজেট দর্শনে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি সেটিও তিনি বলছিলেন। এবং প্রত্যাশা এবং প্রার্থীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ফারাক রয়েছে হয়ে গেছে প্রায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বলছেন যে শিক্ষার্থীকে ভ্যাক্সিনেশন আওতার মধ্যে আনতে হবে। সংস্কারের কথা দুইজন বলেছেন যে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন করাটা খুব বেশি দরকার। ডিজিটাল বাংলাদেশে ডিজিটাল ডিভাইস প্রকল্পের কথা ডক্টর সায়মা হক স্পষ্টভাবে বলেছেন। ব্যবসা সহজীকরণ এবং সুযোগ দেয়া উচিত সেটিও বারবার বলছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধু কর কমিয়ে দিলে হবে না সেটি কারো সহজীকরণ করতে হবে। শিক্ষা স্বাস্থ্য খাতে পর্যবেক্ষণ খুব বেশি জরুরি। বাজেটে মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন সেটির কথা বলেছেন। দরিদ্র যারা কাজ হারিয়েছে তাদের দিকে বাজেট তাদের সেই অর্থে মনোযোগ দেয়া হয়নি। কি দরকার বল আমাদের ২জনের অতিথি মনে করছেন দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।